নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

প্রতারনার অভিনব কৌশল

নাটোরে বাবা-ছেলের প্রতারণার ফাঁদে ইতালি প্রবাসীর লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

অভিনব কায়দায় মেয়ে সেজে বাবা ছেলে মিলে এক ইতালি প্রবাসীর সংগে প্রতারনার ফাঁদ তৈরী করে। নাটোরের লালপুর উপজেলার গন্ডবিল গ্রামে এমনই এক প্রতারণার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক প্রকাশ: ৮ অক্টোবর ২০২৬ ২ মিনিট পাঠ



সংগৃহীত ছবি

অভিনব কায়দায় মেয়ে সেজে বাবা ছেলে মিলে এক ইতালি প্রবাসীর সংগে প্রতারনার ফাঁদ তৈরী করে। নাটোরের লালপুর উপজেলার গন্ডবিল গ্রামে এমনই এক প্রতারণার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।

মোবাইল ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসত মিষ্টি কণ্ঠ। পরিচয় ‘সুমাইয়া আক্তার’।

কথায় কথায় গড়ে ওঠে প্রেমের সম্পর্ক। একপর্যায়ে সেই সম্পর্ক গড়ায় বিয়েতে।

তবে বিয়েটা বাস্তবে নয়, হয়েছে মোবাইল ফোনেই। কথিত স্ত্রীকে সামনে না দেখলেও সম্পর্কের সূত্র ধরে কথা চলতে থাকে। এরই মধ্যে শ্বশুর পরিচয়ে হাজির হন আরেক ব্যক্তি। কিছুদিন যেতে না যেতেই ওই সম্পর্কের আড়ালে শুরু হয় অর্থ লেনদেন।

একপর্যায়ে ইতালি প্রবাসীর কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে কথিত স্ত্রী ও তার শ্বশুরের বিরুদ্ধে। পরে তদন্তে বেরিয়ে আসে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য—কথিত স্ত্রী আসলে কোনো নারী নন। মেয়ের কণ্ঠ নকল করে ‘সুমাইয়া আক্তার’ সেজে ওই প্রবাসীর সঙ্গে কথা বলতেন এক তরুণ। আর শ্বশুর পরিচয়ে কথা বলা ব্যক্তিটি তারই বাবা।

সম্প্রতি নাটোরের লালপুর উপজেলার গন্ডবিল গ্রামে এমনই এক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লালপুর থানা পুলিশ মো. শান্ত আলী (২০) ও তার বাবা মো. শহিদুল ইসলাম (৩৮) নামে দুজনকে আটক করেছে।

বুধবার (৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লালপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এ জে মিন্টুর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গন্ডবিল গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় নিজেদের বাড়ির শয়নকক্ষ থেকে শান্ত আলী ও তার বাবা শহিদুল ইসলামকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, শান্ত আলী মেয়ের কণ্ঠ নকল করে ‘সুমাইয়া আক্তার’ নামে পরিচয় দিয়ে এক ইতালি প্রবাসীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করতেন। ধীরে ধীরে ওই প্রবাসীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে সেই সম্পর্ককে বিয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মোবাইল ফোনেই তাদের কথিত বিয়ে সম্পন্ন হয় বলে অভিযোগ। এরপর শুরু হয় প্রতারণার আরেক ধাপ। শান্ত আলী নিজের বাবা শহিদুল ইসলামকে ওই প্রবাসীর কাছে শ্বশুর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। শহিদুল ইসলামও শ্বশুর পরিচয়ে নিয়মিত ওই প্রবাসীর সঙ্গে কথা বলতেন। বাবা-ছেলে মিলে বিভিন্ন কৌশলে ওই প্রবাসীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশের দাবি, আটক শান্ত আলী ও তার বাবা শহিদুল ইসলাম শুধু বিয়ের সম্পর্ককে ব্যবহার করেই প্রতারণা করতেন না। তাদের বিরুদ্ধে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইমো আইডি হ্যাকিং এবং বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

লালপুর থানার ওসি জানান, প্রাথমিক তদন্তে বাবা-ছেলের প্রতারণার কৌশল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে।

এ ঘটনায় আটক দুজনের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর ১৭(২)(খ), ২১(২), ২২(২)

ও ২৭ ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে বুধবার বিকেলে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়।

পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রতারণার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলেও তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। এদিকে আটক শান্ত আলী ও শহিদুল ইসলামের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

একজন প্রবাসীকে কেন্দ্র করে মোবাইল ফোনে সম্পর্ক তৈরি, কথিত বিয়ে, শ্বশুর পরিচয়ে যোগাযোগ এবং শেষ পর্যন্ত অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বাবা-ছেলের আটকের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ এখন এই প্রতারণার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না এবং প্রবাসীর কাছ থেকে কী পরিমাণ অর্থ নেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে।